সংবাদ

তারিখ ....1. SEP...2009.....
পৃষ্ঠা ...১৩ কলাম...৩.......

কালিয়াকৈরে হচ্ছে বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন

ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাই-টেক পার্কের অভ্যন্তরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গত ২৭ আগস্ট ঢাকা শেরাটন হোটেলে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পবিত্র রমজান উপলক্ষে দোয়া মাহফিল এবং ইফতার আয়োজনের একই সঙ্গে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পনিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহাবুবুর রহমান, জাতীয় সংসদে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথি স্থপতি ইয়াফেস ওসমান তার বক্তব্যে বলেন, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আইসিটি খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ওয়াদা পালনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বিশ্বমানের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এই চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এর আওতায় আইসিটি খাতের উন্নয়ন ও প্রসারলাভে সব ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করা যাবে। এতে করে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে আইসিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আইনগত কোন জটিলতা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট সবার সহায়তায় দূর করা সম্ভব হবে।

বিশেষ অতিথি পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মাহবুবুর রহমান গাজীপুরের কালিয়াকৈরের ন্যায় তার এলাকা পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আইসিটি খাত বিষয়ক একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতে করে দেশের সর্ব দক্ষিণাঞ্চলকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আকম মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে বলেন, গাজীপুরবাসী হিসেবে আজ আমাদের জন্য একটি আনন্দের ও আবিস্মরণীয় দিন। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে যেমন করে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তেমনিভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়ে গাজীপুরে আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায়ও আমরা অগ্রসৈনিক হব। তিনি বলেন, হাই-টেক পার্ক বা তার সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তাই তিনি বলেন, প্রয়োজনে ৫ একর নয়, গাজীপুর এলাকায় ওই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ১০ একর জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে উদ্যোক্তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

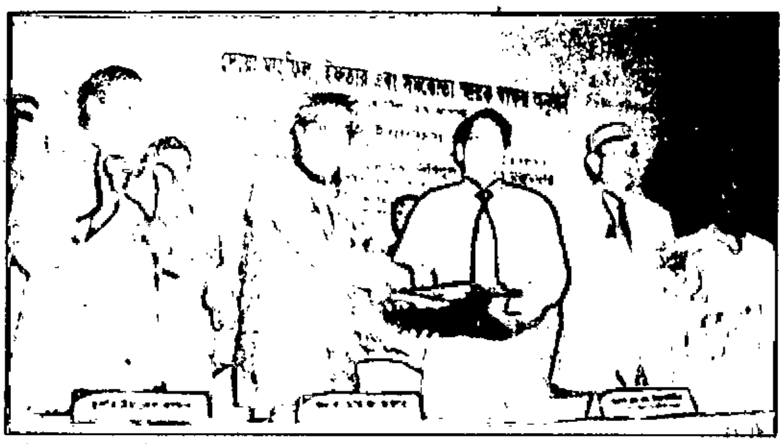

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, যুগ্ম-সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কাছে থেকে মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইতিবাচক সাড়া দেই এবং দ্রুততার সঙ্গে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কালিয়াকৈরে বিশ্বমানের একটি আইসিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা মন্ত্রণালয়ের ছিল। তবে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এগিয়ে আসাতে সে কাজ আমাদের জন্য এখন সহজতর হয়ে গেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আইসিটি খাতের উন্নয়নে এ প্রকল্প হবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগের এক অনন্য উদাহরণ। তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির ভাষণে বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন, দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের ইতিহাসে আজকের দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এ খাতের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি নিরলস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসবের মধ্যে অনেক কর্মকাণ্ডই এ সমিতি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরগুলোর সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করছে। কিন্তু আজকের এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যে কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে নজিরবিহীন। এর মাধ্যমে আমরা সরকারের কথা এবং কাজের মধ্যে মিল খুঁজে পাই। তিনি বলেন, সরকারের ওয়াদা পূরণ এবং দেশের স্বার্থে উদ্যোগকৃত প্রকল্প বিসিএস যে কোন মূল্যে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বিসিএসের এ মহান উদ্যোগ গ্রহণে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে এ সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর আয়োজন ত্বরান্বিতকরণের ব্যবস্থা করার জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন, বিসিএস সহ-সভাপতি এ. টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ, বিসিএস মহাসচিব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাপর্বের পর বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে যুগ্ম-সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পক্ষে সভাপতি মোস্তাফা জব্বার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন ওই মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ড. মো. ফেরদৌস হোসেন এবং বিসিএসের কোষাধ্যক্ষ মো. শাহিদ-উল-মুনীর।

উল্লেখ্য, চুক্তির আওতায় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কালিয়াকৈরের হাই-টেক পার্কের অভ্যন্তরে বা এর সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৫ একর জায়গা বরাদ্দ করবে যেখানে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ওই মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় একটি বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে।